বি,ডি,আর হত্যযজ্ঞে
নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

মাধবী জয়

২৯ শে মার্চ ২০০৯ এর পরন্ত বিকেলের মৃদু রোদে প্লাবিত এ্যশফিলড পার্কে সমবেত হ'য়েছিল আমাদের নতুন প্রজন্মের কিছু তরুণ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিস্থম্ভের পাদদেশ ফুলে ফুলে ছিল শোভিত। একপাশে বাংলাদেশের পতাকা আর এক পাশে একটি পোস্টারে বর্ণিত দৃঢ় অঙ্গিকার 'দেশ প্রেম, একতা, ভালোবাসা, মেধা আর চেতনা দিয়ে আরোগ্য করবো আমাদের বাংলাদেশ'। আরও এসেছিলেন এই তরুণদের ডাকে সাড়া দিয়ে একাত্ম হ'তে সিডনীবাসী কিছু প্রবীন । সবাই এসেছিলেন ক্ষত হৃদয়ে, আবেগে আপ্লুত হয়ে ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার বি,ডি, আর পিলখানা ব্যরাকে সংগঠিত নৃসংশ হত্যাযজ্ঞে নিহত সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা এবং নিহত বেসামরিক ব্যক্তিদের বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানাতে।

তরুণ ইয়াসির বিশ্বাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। শুরুতেই তরুণ আবরার হোসেনের হৃদয় ছোঁয়া বক্তব্যে অশ্রু সজল হ'য়ে ওঠে সবার চোখ। আবরার হারিয়েছে তার প্রিয় খালাত বোনকে, তার প্রিয় দুলাভাই মেজর জেনারেল শাকিলকে। 'তাঁরাতো আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। সেনাবাহিনীর সব সদস্যদের মত তাঁরওতো দৃপ্ত শপথ ছিল - শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও দেশকে রক্ষা করবেন।' আবরারের ইংরেজীতে লিখা কবিতার ভাষায় 'বাংলাদেশের হৃদয় বীনার তার ছিঁড়ে গেছে, একই রকম মনে হয়না আর কোন কিছু, সময়ের সাথে হয়তোবা আবার বীনা বাজবে, আমদের আজকের প্রত্যয়ে বাংলার আকাশে আবার নতুন সূর্য্য উঠবে, আমাদের ঐক্য রবে তার সাথে।'

বিশেষ বক্তব্য রাখেন ডঃ কাইয়ূম পারভেজ। তিনি বলেন এই হত্যাকান্ড হয়তো হতোনা যদি যুদ্বাপরাধীদের বিচার হতো। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারের রায় কার্য্যকরী হতো, জেল হত্যার বিচার হতো। এ সবই এক সূত্রে গাঁথা। ডঃ পারভেজের পঠিত কবিতায় ছিল এরই

প্রতিধ্বনি ‘ছাব্বিশে মার্চ যেন পৌঁছে গেলো পঁচিশে ফেব্রুয়ারীর কাছে। দু’হাজার নয় যেমন পৌঁছে গেলো রক্তাক্ত একাত্তরে। একাত্তরের নদী এখন উন্মত্ত, উদ্ধত, শোকাহত।’

এক মিনিট নিরবতার পর বক্তব্য রাখে সিডনিতে অধ্যয়নরত রিসাল মাহমুদ। কণ্ঠে ছিল তার আশার কথা - অসুস্থ বাংলাদেশ কে আরোগ্য করার কথা, সিডনির তথা সমগ্র পৃথিবীর বাঙ্গালি যুব সমাজের বিশ্বাসের কথা, পোস্টারে লিখা আঙ্গীকার গুলোর কথা। রিসাল মনে করে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ আমাদের নতুন এক স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিয়েছে। এ যুদ্ধ অত্যাচার থেকে মুক্তির, জিঘাংসা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার, দূর্নীতি নির্মূলের আর দুঃখ নিরসনের। রিসালের ইংরেজীতে বলা কথায় আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য দিক নির্দেশনা রয়েছে - ’স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গীকৃত আমাদের বীর শহীদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে। এখন আমাদেরই নেতৃত্ব দেয়ার সময় এসেছে। সারা বিশ্বে বসবাস রত বাঙ্গালি যুব সমাজ দেশপ্রেম, একতা, ভালোবাসা, মেধা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দিয়ে এই নেতৃত্ব দিতে পারে।’ বুদ্ধদেব বসুর ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ কবিতা আবৃতি দিয়ে রিসালের বক্তব্য শেষ হয়।

‘‘রক্তপায়ী উদ্ধত সঙ্গিনে সুন্দরেরে বিদ্ধ ক’রে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন —
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, ‘আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো’ ’’

অশ্রুসজল চোখে একে একে সবাই পুষ্পস্তবক আর্পণ এবং মোম বাতি জ্বলিয়ে ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এর পর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় স্ব স্ব ধর্ম মতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা দিয়ে সন্ধে সাড়ে ছ’টায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।